সংবাদ

তারিখ ..29 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আইন লঙ্ঘনকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

সর্বশেষ হিসাব মতে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮৩টি। সহযোগী দৈনিক গত রোববার তার শীর্ষ খবরে জানিয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। ৪১টি পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন পর্যন্ত নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। আর ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন হয়েছে। এদের হিসাবে ধরা হয়নি।

উল্লেখ্য, তিন দফা সময় বাড়ানোর পর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শেষ সময় বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সিংহভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই পারবে না নির্ধারিত সময়ে নিজেদের নতুন ক্যাম্পাসে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে।

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরের সেপ্টেম্বর কেন আরও ২-৩ বছরের মধ্যেও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারবে না। এদের সেই প্রস্তুতিই নেই। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী না পাওয়ার আশঙ্কায় ঢাকার বাইরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতেও চাইছে না।

গ্রহণযোগ্য মানের নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে তুলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এটা হলো আইন। সেই আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার ৭ বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। যা আগে ছিল ৫ বছর। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'জমি কিনছি', 'নির্মাণ কাজ করছি', 'যাচ্ছি' এ জাতীয় তথ্য দিয়ে ও অস্বীকার করে সময়ক্ষেপণ করে যাচ্ছে। আর নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে অহরহ কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে- এ জাতীয় হুমকি দিয়ে ক্রমান্বয়ে সময় বাড়িয়ে দিনের পর দিন আপস করেই যাচ্ছে।

প্রায় তিন লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি হয় ২০১০ সালে। সে সময় থেকেই এ লুকোচুরি চলছে।

প্রকাশিত খবরটি বিশ্লেষণ করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার এ ধরনের চিত্রই পাওয়া যাবে না শুধু। হাতেগোনা দশ-বারোটিকে বাদ দিলে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষাদানের মান ও মানসম্পন্ন পরিবেশ রক্ষায় ন্যূনতম ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে যে পারছে না সেই চিত্রও বেরিয়ে আসছে।

নিয়ম অনুযায়ী হাতেগোনা দু-একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে নামকাওয়াস্তে ক্যাম্পাস গড়ে তুললেও শিক্ষার্থী না পাওয়ায় ঢাকায় ভবন ভাড়া করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। একে অনেকেই শিক্ষা ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করছে।

পরীক্ষাগার নেই, লাইব্রেরি নামকাওয়াস্তে, মানসম্পন্ন শিক্ষক নেই, ভবনের নিচে রেস্টুরেন্ট কিংবা গ্যারেজ, উপরে বিশ্ববিদ্যালয়- এভাবেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগ চলছে। এটা শিক্ষার নামে ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। শত চেষ্টা করেও সনদ বিতরণ করা থেকে এদের নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি নখদন্তহীন বাঘের মতো হুমকি দিয়েই যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না বা নিচ্ছে না এদের বিরুদ্ধে। অথচ অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুটিয়ে সনদ বিতরণের ব্যবসা চালিয়েই যাচ্ছে বাধাহীনভাবে। শিক্ষার নামে জেরোক্স কপিতে পাঠক্রমের শুধু শিট বিক্রি কার্যক্রমই চলে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের অরাজকতার পরিণতি ইতোমধ্যেই মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করেছে।

আমাদের প্রশ্ন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখানে কী করছে, দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ের কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে যে, তারা শিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখা ও বাড়িয়ে তোলার বদলে সংখ্যাগত শ্রীবৃদ্ধির ওপরেই জোর দিতে চায়। অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। সে লক্ষ্যে আপস নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইন মেনে চলতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। আইন, মানসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রশাসন হতে হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চালিকাশক্তি। এর ব্যত্যয় ঘটলে হুমকি নয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে হবে আইন অনুযায়ী।